ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিবার

মার্ক ৩:৩১-৩৫

জীবনে চলার পথে অনেকে, অনেক সময় আমাদের ভুল বোঝে। বিশ্বাসী হিসাবে জীবনযাপন করতে চাইলে, অনেকে আমাদের বিদ্রুপ করে। এমন কি আমাদের পরিবারের লোকেরাও অনেক সময় আমাদের ভুল বোঝে।

যীশুও তাঁর জীবনে এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর পরিচর্যার দ্বারা গতানুগতিক ধর্মীয় পরম্পরার কর্তা-ব্যক্তিরা তাঁর উপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ (ভূতদের এজেন্ট) দিলে, যীশু তাদের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। যীশুর দ্বারা চাঞ্চ ল্যকর বিভিন্ন ঘটনাও সাধিত হয়ে চলেছে- তাঁর স্পর্শে অসুস্থ আরোগ্য লাভ করছে, ভূতেরা তাঁর কথায় পালাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যীশুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতারা তাদের ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল।

এইসময় যীশু তাঁর কফরনাহূমের বাড়িতে আসেন (২০ পদ)। তাঁর শরীরের বিষয় চিন্তা করে, তাঁর পরিচর্যার কথা না ভেবে, তাঁর মা ও ভাইরা তাঁকে নিয়ে যেতে এল (২১, ৩১ পদ)। তারা তাঁকে হতজ্ঞান ভেবে ভুল বুঝল। তারা যদিও তাঁকে ভালোবেসে এই কাজ করেছিল, কিন্তু তারা বুঝল না যে, এর দ্বারা তারা তাঁর কাজে বাধা দিচ্ছে। যীশুর নিজের পরিবার তাঁর পরিচর্যায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হয়তো, যীশুর পরিবারের লোকেরা তৎকালিন ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের যথেষ্ট সম্মান দিত। তাই, তারা যখন যীশুর দ্বারা অপদস্থ হতে শুরু করেছে, তা তারা দেখল, তখন তারা যীশুকে বোঝাতে বা ঠেকাতে এসেছিল। যীশু যে ভাবে কপট ধর্মীয় নেতাদের মোকাবিলা করেছিলেন, নিজের পরিবারের প্রতি তেমন আচরণ যীশুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আসুন দেখি, এমন পরিস্থিতিতে যীশু কী করেছিলেন?

যীশু খুবই সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি সাধন করেন। এবং এর দ্বারা তিনি আমাদের একটি মূল্যবান শিক্ষাও দিয়েছেন। বিশ্বাসীদের সহভাগিতা সম্বন্ধে । আমরা যীশুকে অনুসরণ করি বলে, যারা আমাদের ভালোবাসে, তারা সকলে যে আমাদের ঠিক বুঝতে পারবে, তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। এমন কি আমাদের পরিবারও আমাদের ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু সুখের খবর এই যে, আমাদের জাগতিক পরিবার আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও, আমরা আমাদের জাগতিক পরিবারের থেকে অনেক বড় এক আধ্যাত্মিক পরিবারের অংশ, যা অনন্তকাল স্থায়ী। ঈশ্বরের পরিবার। যীশুতে প্রত্যেক বিশ্বাসী এই পরিবারের সদস্য।

ঈশ্বরের পরিবার হিসাবে মণ্ডলী (৩৩-৩৫ পদ)

"আমার মা কে? আমার ভাই কে?" যীশু যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন প্রত্যেকে যীশুর দিকে তাকিয়ে ছিল। উপস্থিত সকলে জানত যে, যীশুর পরিবারের লোকেরা তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করে আছে। একটু আগে যীশু কড়া ভাষায় ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করেছেন। এখন যীশু কী করবেন, তা দেখবার জন্য সকলে উৎসুক ছিল। তাই, তাঁর উত্তর সকলেই আগ্রহ সহকারে শুনেছিল। যীশুর উত্তর, "যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন" (৩৪, ৩৫ পদ)। অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা যীশু তাঁর অনুসরণকারী শিষ্যদের নির্দেশ করলেন। যাদের মধ্যে আছে করগ্রাহী মথি বা দেশপ্রেমিক শিমোন বা জেলে পিতরের দল। তাঁদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও, তাঁরা সবাই যীশুর পরিবারের সদস্য, কারণ তাঁরা যীশুকে অনুসরণ করেছে , পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে ব্রতী হয়েছে।

ঠিক একইভাবে, আজ আমরা যতজন যীশুকে বিশ্বাস করি, তাঁকে অনুসরণ করি, আমরা সকলে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। তাই, মণ্ডলীতে আমরা একে অন্যের ভাই-বোন। কেবল মণ্ডলীর গণ্ডির মধ্যে নয়, হাটে-বাজারে, স্কুলে বা কর্মস্থানেও বিশ্বাসী আমরা যীশু খ্রীস্টে একে অন্যের ভাই-বোন। এই পারিবারিক সম্পর্ক অনন্তকাল স্থায়ী। কেবল পৃথিবী নয়, স্বর্গেও আমরা এইভাবে পরিচিত হব।

একই পরিবারের সদস্য হিসাবে আমরা একে অন্যের প্রতি যত্নশীল, উৎসর্গীকৃত ও অনুগত হব। জীবনের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ব্যস্ততায় সপ্তাহে কেবল ১ ঘন্টার জন্য আমাদের দেখাশুনা নয়, আমরা অনন্তকালের জন্য এক পরিবারভুক্ত। সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর আমাদের জন্য এমন পারিবারিক সম্পর্ক চেয়েছিলেন। আদম-হবার পরিবারের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী হয়েছি। মানুষের কাছ থেকেও নিজেদের দূরবর্তী করেছি। আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি। নিজেদের পাপময়তা, অবিশ্বস্ততা ঢাকতে আদম-হবার ন্যায় বিভিন্ন পাতার পোষাক ব্যবহার করে চলেছি। স্বার্থপরতাই আজ আমাদের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কালভেরীতে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা, যীশু, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত করেছেন। কেবল ঈশ্বর নয়, প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গেও সম্মিলিত করেছেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের স্বার্থপরতার পাপ থেকে মুক্ত করেছে। তাঁর পরিবারের সদস্যের পূর্ণ অধিকার দান করেছে।

কিন্তু আমাদেরকেও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হতে হবে। কারণ, যীশু বলেন, যারা পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই যীশুর পরিবারের সদস্য। তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণের দ্বারাই আমরা একে-অন্যের প্রতি ভালোবাসার জীবনযাপন করতে পারি। যীশু বলেছেন, "আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর" (যোহন ১৫:১২)। তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা যদি পরস্পর প্রেম কর, তবে সকলে জানবে যে তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৫)।

আসুন আমরাও আমাদের সম্পর্ক জেনে, আমাদের মণ্ডলীকে তাঁর ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত করি। ঈশ্বরের পরিবার হিসাবে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য যীশু। যোহন ১৭:২০-২৪ পদে সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)